০৯-০২-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সবাইকে সত্যিকারের গীতা শুনিয়ে সুখ দাও, তোমরা হলে সত্যিকারের ব্যাসদেব। তোমাদেরকে নিজে ভালো ভাবে পড়ে সবাইকে পড়াতে হবে, সুখ দিতে হবে।"*

*প্রশ্ন:- সবথেকে উঁচু লক্ষ্য কোনটা, যেখানে পৌঁছনোর জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো ?*

*উত্তর:- নিজেকে অশরীরী মনে করা, এই দেহ-অভিমানের ওপরে জিৎ প্রাপ্ত করা - এটাই সর্বোচ্চ লক্ষ্য কারণ সবথেকে বড় শত্রু হলো দেহ-অভিমান। এমন পুরুষার্থ করতে হবে যাতে অন্তিমে বাবা ছাড়া আর কেউ স্মরণে না আসে। শরীর ত্যাগ করে বাবার কাছে যেতে হবে। এমনকি তোমরা এই শরীরও স্মরণে রেখোনা। এই পরিশ্রমই তোমাদের করতে হবে।*

*গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে...*

*ওম্ শান্তি*। তোমরা জীব আত্মারা অর্থাৎ তোমরা বাচ্চারা অন্তর থেকে বুঝতে পারছ, বাবা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। বরাবর যেখান থেকে আমরা এসেছি সেখানেই তিনি নিয়ে যাবেন। তারপর তিনি আমাদের পবিত্র আত্মাদের সৃষ্টিতে, জীব আত্মাদের দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেন । শ্রেষ্ঠ এবং ভ্রষ্ট শব্দগুলো আছে যখন, নিশ্চয়ই জীব আত্মাদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হতে হবে। যখন শরীরে থাকে তখনই সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে হয়। বাচ্চারা জানে যে এখন বাবা এসেছে। বাবার নাম সদা শিব। আমাদের নাম শালিগ্রাম। শিবের মন্দিরে শালিগ্রামেরও পূজা হয়, বাবা বুঝিয়েছেন- একটা হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, আরেকটা হলো রুদ্র যজ্ঞ। মানুষ বিশেষভাবে বেনারসের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আমন্ত্রণ জানায়, রুদ্র যজ্ঞের পূজার জন্য। বেনারসে অনেক শিবের মন্দির আছে। তারা এটাকে শিব-কাশী বলে, আসল নাম হলো কাশী। পরে ইংরেজরা বেনারস নাম রেখেছে। এখন বারাণসী নাম রাখা হয়েছে। ভক্তি মার্গে আত্মা পরমাত্মার জ্ঞান নেই। তারা দুজনের পূজা আলাদা আলাদা ভাবে করে। একটা বড় শিবলিঙ্গ বানায়, আর অনেক ছোট ছোট শালিগ্রাম বানায়। তোমরা জানো যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নাম শালিগ্রাম আর আমাদের বাবার নাম হলো শিব। সব শালিগ্রাম একই সাইজের বানায়, তাই বরাবর পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ। আত্মারা স্মরণ করতে থাকে হে পরমপিতা পরমাত্মা ! আমরা পরমাত্মা নই, কিন্তু পরমাত্মা আমাদের বাবা। অন্যদের বোঝানোর জন্য এই সমস্ত বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । দিন-প্রতিদিন তোমাদের শ্রীমৎ প্রাপ্ত হতে থাকে যাতে অন্যকে প্রথমে বাবার পরিচয় দিয়ে উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি করিয়ে দিতে পারো । প্রথমে তোমাদের যুক্তির দ্বারা বোঝাতে হবে যে উঁনি নিরাকার বাবা। আর ইঁনি প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবা হলেন সাকার । উত্তরাধিকার নিরাকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন - আমার একটাই নাম, শিব। আমার আর কোনো নাম নেই। সকল আত্মাদের শরীরের নাম অনেক। আমার কোনো শরীর নেই। আমি পরম আত্মা। বাবা প্রশ্ন করেন, তোমাদের সবথেকে বড় শত্রু কে? যে বুদ্ধিমান সে বলবে দেহ-অভিমান হলো আমাদের সবথেকে বড় শত্রু যার থেকে কাম বিকারের উৎপত্তি হয়। দেহ-অভিমানের ওপর জিৎ প্রাপ্ত করা অনেক মুশকিল। দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা দেহ সম্বন্ধে থেকে পরস্পরের সঙ্গে আচার-ব্যবহার করো । এখন জেনেছ আমি আত্মা, অনাদি অবিনাশী, যার আধারে এই শরীরের অস্তিত্ব। যারা রিলিজিয়াস মাইন্ড তারা আমাদের শেখায় আমরা আত্মা, দেহ নই। আত্মা নামটা সর্বদা এক থাকে, দেহের নাম পরিবর্তন

হয়; আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেয়। আমাদের বাবা বলছেন, তোমাদের পুণ্য আত্মাদের দুনিয়াতে যেতে হবে। এইটা হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া, রাবণ তোমাদের ভ্রষ্টাচারী তৈরী করে। কোনো জীবন্ত মানুষের ১০টা মাথা হয়না, কিন্তু এই কথাটা কেউ জানেনা। সবাই রামলীলা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে। তাদের সকলে একমতও হয়না। কেউ কেউ এইসব কথাকে কল্পনা মনে করে। কিন্তু এটা জানেনা যে ভ্রষ্টাচারীকে রাবণ বলা হয়। অন্যের স্ত্রী কে হরণ করা, এটা তো ভ্রষ্টাচার, তাই না ! এই সময়ে সবাই ভ্রষ্টাচারী কারণ তারা বিকারকে প্রশ্রয় দেয়। যারা বিকারকে আশকারা দেয় না তাদের বলা হয় বিকারহীন । সেটা হলো রাম রাজ্য। এটা রাবণ রাজ্য। ভারতেই রাম রাজ্য ছিল। ভারত হলো সবথেকে প্রাচীন। সৃষ্টিতে সবার প্রথমে সূর্যবংশীয় দেবী-দেবতা ধর্মের পতাকা উড়েছিল। এমনকি সেই সময়ে চন্দ্রবংশীরাও ছিলোনা। এখন এটা হলো তোমাদের বাচ্চাদের সূর্যবংশী পতাকা। তোমরা এখন লক্ষ্যকে জানো, আবার ভুলেও যাও। স্কুলে বাচ্চারা কখনো এইম্ অবজেক্টকে ভুলে যায়না। স্টুডেন্টরা কখনও তাদের টিচার এবং পড়া ভুলে যায়না । সত্যিকারে কত শ্রেষ্ঠ পড়া ! ২১ জন্মের জন্য তোমরা রাজ্যভাগ্য লাভ করো । সুতরাং, এইরকম স্কুলে প্রতিদিন কত ভালো ভাবে পড়া উচিৎ। যদি এই কল্পে ফেল্ করলে, তাহলে কল্প-কল্পান্তর তোমায় ফেল্ হতে হবে। তারপর কখনো পাস হতে পারবেনা । সুতরাং, তোমাদের অনেক বেশী পুরুষার্থ করতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। শ্রীমৎ বলে, ভালো ভাবে ধারণ করো এবং অন্যকেও উত্সাহিত করো । যদি ঈশ্বরীয় নির্দেশ অনুসারে না চলো তাহলে উঁচু পদও পাবেনা। নিজেকে প্রশ্ন করো - আমি কি শ্রীমৎ অনুসারে চলছি? নিজেকে সর্বজ্ঞ (মিয়া মিঠ্ঠু) মনে করোনা। নিজেকে প্রশ্ন করো তো, আমি কি ঠিক সেইভাবেই শ্রীমত্ অনুসরণ করছি যেভাবে ব্রহ্মা সরস্বতী করেছেন ? আমি পড়ছি আর অন্যদেরও পড়াচ্ছি? কারণ তোমরা হলে ব্যাস, সত্যিকারের গীতা শোনাও। সেই ব্যাস নয় যে গীতা লিখেছে। তোমরা এই সময়ে সুখদেবের সন্তান, যারা অন্যদের সুখ দেয় । সুখদেব শিববাবা হলেন গীতার ভগবান। তোমরা তাঁর সন্তান, ব্যাস, যারা সত্য গল্পকথা শোনাও। এটা স্কুল, স্কুলে বাচ্চাদের পড়ার ধরন দেখে নম্বর অনুমান করা যায় তেমনই এখানে প্রত্যেক বাচ্চার পড়ার ধরন দেখে নম্বর অনুমান করা যায় । ওটা হলো প্রত্যক্ষ, আর এটা গুপ্ত। এখানে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় আমি কতটা উপযুক্ত হয়েছি । কিভাবে অন্যদের পড়াও বাবা তার প্রমাণ পেয়েছেন। বাচ্চারা লেখে বাবা অমুকে আমাকে এমনভাবে তীরবিদ্ধ করেছে, আমি আপনার হয়ে গেছি। কেউ কেউ বাবার সামনে এসেও বলতে পারেনা বাবা আমরা আপনার হয়ে গেছি । কোনও কোনও বচ্চীরা পবিত্রতার রক্ষার কারণে মারও খায়। কেউতো আবার বাচ্চা হয়েও চলে যায় কারণ তারা ভালোভাবে পড়েনা। অথচ বাবা কত স্পষ্টভবে বোঝান, বাচ্চারা শুধু আমাকে স্মরণ করো আর পড়ো। এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে। ঘরের বাইরেও লিখে দাও - জনকের মতো এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হতে পারে, ২১ জন্মের জন্য। এক সেকেন্ডে তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারো। বিশ্বের মালিক তো অবশ্যই দেবতারাই হবে, তাই না। সেটাও নতুন বিশ্বে, নতুন ভারতে। যে ভারত নতুন ছিল সেটাই এখন পুরানো হয়ে গেছে। ভারত ছাড়া আর অন্য কোনো ভূমিকে নতুন বলা যাবেনা। যদি নতুন বলো তাহলে পুরাতনও বলতে হবে। আমরা সম্পূর্ণ নতুন ভারত খন্ডতে যাই। ভারতই ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়। আর কোনও ভূমি পূর্ন চন্দ্র (ফুল মুন) হতে পারেনা। ওদের শুরুই হয় অর্ধেক কল্পের পরে থেকে। কত গূঢ় রহস্য। একমাত্র আমাদের ভারতকেই সত্যখন্ড বলা হয়। সত্যের পিছনে তারপর মিথ্যাও হয়। প্রথমে ভারত ফুল মুনের মতো হয়, পরে তা' অন্ধকার হয়ে যায়। প্রথম পতাকা হেভেনের। গায়নও আছে যে প্যারাডাইস ছিল... আমরা স্পষ্টরূপে এইসব বুঝতে পারি কারণ আমরা সব কিছুর অভিজ্ঞতা করেছি । সত্যযুগ, ত্রেতাতে আমরা কিভাবে রাজ্য করেছি, তারপর দ্বাপর

কলিযুগে কি হয়েছে, এইসব বুদ্ধিতে আসলে কত খুশী হওয়া উচিত্। সত্যযুগকে আলো, কলিযুগকে অন্ধকার বলা হয়। সেই জন্যই বলা হয় সৎগুরু যখন জ্ঞান অঞ্জন দেন অজ্ঞানতার অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে যায় । দেখো, বাবা কিভাবে এসে পতিতদের এবং অবলা মাতাদেরকে জাগিয়েছেন। ধনীদের মধ্যে তো খুব কমজনই সচেতন হয়। এই সময় বাবা সত্যিকারের গরীবের নাথ। গরীবরাই স্বর্গের মালিক হয়, ধনীরা নয়। এটারও গুপ্ত কারণ আছে। এখানে তোমাদের সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে । গরীবদের সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে সময় লাগেনা। এইজন্য সুদামার গায়ন আছে। তোমরা বাচ্চারা এখন জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হয়েছ । কিন্তু তোমরাও ক্রমানুসারে আছ। বাকি সকলের জ্যোতি নিভে আছে। এতো ছোট আত্মার মধ্যে অবিনাশী পার্ট সুনির্দিষ্ট আছে। আশ্চর্য, তাই না। এটা কোনো বিজ্ঞানের শক্তি নয়। তোমাদের এখন বাবার থেকে শক্তি প্রাপ্ত হচ্ছে। এটা সত্যিকারে অবিনাশী চক্র যেটা ক্রমাগত আবর্তন হতে থাকে, এটার কোনো আদি অন্ত হয়না। নতুন কেউ এই কথা শুনলে চক্কর লেগে যাবে। এখানে কেউ কেউ ১০-২০ বছর ধরে আসছে অথচ পুরো বোধগম্য হয়না অথবা কাউকে বোঝাতেও পারেনা। অন্তিমে তোমরা সব জানবে কিভাবে অমুক অমুকের কাছে জন্ম নেবে, কি ঘটনা ঘটবে ইত্যাদি ইত্যাদি ...। যাঁরা মহাবীর পরে তাঁদের সবকিছুর সাক্ষাৎকার হবে। অন্তিমে তোমরা সত্যযুগের ঝাড় খুব কাছ থেকে দেখতে পাবে। মহাবীরদেরই তো মালা, তাই না। প্রথমে ৮ মহাবীরের, তারপর ১০৮ মহাবীরের। অন্তিমে তোমরা ফার্স্টক্লাস সাক্ষাৎকার করবে। গায়নও আছে পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞান-তিরে বিদ্ধ করার অধিকার দিয়েছেন । তারা নাটকে অনেক গল্প বানিয়েছে। বাস্তবে, এটা কোনও স্থূল বাণের কথা নয়। কন্যা, মাতারা বাণের কি জানে। বাস্তবে এটা হলো জ্ঞান বাণ এবং পরমপিতা পরমাত্মাই তাদের এই জ্ঞান দেন। সত্যিকারে আশ্চর্যের বিষয় ! কিন্তু বাচ্চাদের বারবার একটা আসল জিনিস ভুল হয়ে যায়। তোমরা দেহ-অভিমানে এসে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল করো এবং তোমরা আত্মা , এই বিশ্বাস তোমাদের থাকেনা । সত্যিকথা কেউ বলেনা। সত্যি তো হলো সারাদিনে কষ্ট করে আধ ঘন্টা অথবাএক ঘন্টা কেউ স্মরণে থাকতে পারে। কেউ বুঝতে পারেনা যে যোগ কাকে বলে। লক্ষ্য অনেক উঁচু। নিজেকে অশরীরী আত্মা বুঝতে হবে, যতটা সম্ভব পুরুষার্থ করতে হবে, অন্তিমে তোমরা অন্য কাউকে স্মরণ কোরোনা । কেউ কেউ জ্ঞানসম্পন্ন আত্মা, যাদের ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান আছে, ভালো তত্ত্বজ্ঞানী, তারা তাদের আসনে বসে ভাবে যে তারা তত্ত্বে লীন হয়ে যাবে। তাদের শরীরের অস্তিত্ব থাকেনা। সেই সময়ে তারা যখন শরীর ছেড়ে দেয় তখন চারপাশে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা নেমে আসে । তখন মানুষ বুঝতে পারে যে, এক মহান আত্মা তার শরীর ছেড়েছে । তোমরা বাচ্চারা স্মরণে থাকলে কত শান্তি ছড়িয়ে পড়বে। এই অনুভব তাদেরই হবে যারা তোমাদের কুলের হবে। বাকিরা তো মশার ঝাঁকের মতো মারা যাবে। সেই সময়, তোমাদের অশরীরী হওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। এই অভ্যাস তোমরা এখানেই করো। ওখানে সত্যযুগে তো আত্মা এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর নেয়। এখানে তোমরা জানো যে এই শরীর ছেড়ে বাবার কাছে যেতে হবে। যাই হোক, অন্তিমে অন্য কারও স্মরণ কোরো না । শরীরই যদি স্মরণে না আসে তবে আর বাকি কি থাকবে। এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। অনবরত পরিশ্রম করতে করতে অন্তিমে পাস হয়ে যাবে। যারা পুরুষার্থ করছে তোমরাও তাদের চিনতে পারো ; তারা ক্রমশঃ তাদের নিজেদের প্রকাশ করতে থাকে । বন্ধনে থাকা গোপিকারা এমন পত্র লেখে, যারা মুক্ত তারাও কখনো সেভাবে পত্র লেখেনা। তাদের সময়ই নেই। বন্ধনে থাকা গোপিকারা বোঝে যে শিববাবা এই হাতের লোন নিয়েছেন তাই শিববাবার পত্র আসবে । এইরকম পত্র তো আবার ৫০০০ বছর পরে তারা গ্রহণ করবে । তারা ভাবে, কেন বাবাকে প্রতিদিন পত্র লিখব না। চোখের কাজল বের করে হলেও লিখব। এইরকম

এইরকম খেয়াল আসে আর লেখে যে, বাবা আমি সেই আগের কল্পের গোপিকা। আমি তোমার সাথে নিশ্চয়ই দেখা করবো, উত্তরাধিকারও অবশ্যই নেবো। যোগবল থাকলে নিজেকে বন্ধন থেকে ছাড়াতে পারবে। তারপর যেন কোনো কিছুতেই মোহ না থাকে। বুদ্ধি করে বোঝাতে হবে। নিজেকে বাঁচাতে হবে, উভয়দিকেই দায়িত্ব কর্তব্য পালন করার খুব চেষ্টা করতে হবে। মাতারা ভাবে আমরা যুগলকেও সাথে নিয়ে যাব। যদিও তাদেরকে বোঝানো আমাদের কর্তব্য। পবিত্রতা তো খুব ভালো। বাবা নিজে বলছেন কাম হলো মহাশত্রু, এর ওপর জিৎ প্রাপ্ত করো। আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাকে স্বর্গের মালিক বানাবো। এইরকম বাচ্চাও আছে যে যুগলকে বুঝিয়ে সাথে নিয়ে আসে। যারা বন্ধনে থাকে তাদেরও পার্ট আছে। অবলাদের এবং দুর্বলদের ওপর অত্যাচার তো হয়ই। শাস্ত্রতেও এর উল্লেখ আছে – কামেসু, ক্রোধেসু...। কোনো নতুন কিছু নয়। তোমাদের তো ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে, এর জন্য একটু তো সহ্য করতেই হবে। আচ্ছা –

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:–

১) যোগবলের দ্বারা নিজের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে বন্ধনমুক্ত হতে হবে, কোনো কিছুতেই মোহ রাখা যাবেনা।

২) যা কিছু ঈশ্বরীয় নির্দেশ প্রাপ্ত হচ্ছে, সেই অনুসারে পুরো পুরো চলতে হবে। ভালোভাবে পড়তে আর পড়াতে হবে। মিয়া মিঠ্ঠু হওয়া যাবেনা। *

বরদান:– ত্রিকালদর্শী স্থিতির দ্বারা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিকে খুশিতে পরিবর্তন করে কর্মযোগী হও। *

যে বাচ্চা ত্রিকালদর্শী সে কখনো কোনো ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়না কারণ তার সামনে তিন কালের জ্ঞান স্পষ্ট । যখন লক্ষ্য আর পথ স্পষ্ট থাকে তখন কেউ বিভ্রান্ত হয়না। ত্রিকালদর্শী আত্মারা কখনো কোনো ব্যাপারে খুশী ব্যতীত অন্য কিছু অনুভব করেনা। যদি বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিও হয়, ব্রাহ্মণ আত্মা সেটাকেও খুশিতে পরিবর্তন করে দেয় কারণ অসংখ্য বার সে এই অভিনয় করেছে। এই স্মৃতি কর্মযোগী বানিয়ে দেয়। সে প্রত্যেক কর্ম খুশির সাথে করে।

*স্লোগান:– সবার সম্মান প্রাপ্ত করতে হলে প্রত্যেককে সম্মান দাও। *